ত্রিমাত্রিক-এর তৃতীয় মাত্রা

আমাদের দেশে টিভিতে বিজ্ঞাপন মানেই একটি তরুণীর অঙ্গভঙ্গি আর একটি জিঙ্গেলস। কম্পিউটারের কারসাজিও যে নেই–তা নয়। প্রায়ই ষ্টুডিওর বদ্ধ ঘরে মডেলদের নাচানাচিকে কম্পিউটারের বদৌলতে বসিয়ে দেয়া হয় মায়ামি বীচ কিংবা নায়াগ্রা ফলসের উপর। কিন্তু সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্মিত এনিমেটেড বিজ্ঞাপনচিত্র তেমন চোখে পড়ে না আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোতে। অবশ্য কিছু বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে এমন কিছু বিজ্ঞাপনচিত্র প্রচারিত হলেও সেগুলো তৈরীও হয়েছে বিদেশী এনিমেশন হাউজে। কিন্তু দেশী এনিমেশনও যে হতে পারে– আর সেগুলোও যে ছোট বড় সব বয়সী দেশী দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে, তা ইউরোকোলার কার্টুন বিজ্ঞাপন 'দেখো দেখো সবাই দেখো....' দেখেই খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। বিজ্ঞাপনটি টিভিতে প্রচারিত হলেই বাচ্চারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দেখেই বোঝা যায় এর জনপ্রিয়তা।

পাশাপাশি বড়রাও যেভাবে আগ্রহ নিয়ে দেখে এনিমেটেড বাচ্চাগুলোর নাচানাচি– তা প্রমাণ করে যে আমাদের দেশেও এর ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হতে পারে। আর এই অসাধারণ বিজ্ঞাপনটি তৈরী করেছে ত্রিমাত্রিক নামের এক ব্যতিক্রমী এনিমেশন হাউজ। অবশ্য আমাদের দেশে এধরনের এনিমেশন হাউজের সংখ্যা হাতে গোণা। কিন্তু এই অল্প ক'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও ত্রিমাত্রিকের বিশেষত্ব হলো এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকের সাতজনই তরুণ। সাত তরুণের এই স্বপ্নের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান রিপন নাগ। ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে মাষ্টার্স করার সময়ই তিনি আগ্রহী হন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং-এ।

সেখানেই ডিজাইনিংয়ের প্রাথমিক ধারণা পান তিনি। কিন্তু ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে বলে এবং তার প্রধান বিষয় গণিতের সার্থক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তিনি প্রোগামার হবার জন্য যোগদেন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। পরবর্তীতে দেশের সফটওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রির দুর্দশা দেখে দারুণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঠিক সেসময়ই এক বন্ধুর কাছে তিনি শোনেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রচুর টাকার বিনিময়ে একটি এনিমেশন তৈরী করিয়ে এনেছে ভারত থেকে। সে সময়ই তার মাথায় একটি এনিমেশন হাউজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা আসে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই স্বপ্নের বীজ তার মাথায় বপন করেছিল বন্ধু রেজা আরিফ। সেসময় অবশ্য এনিমেটেড বিজ্ঞাপন তৈরী করবেন– এমন চিন্তা ছিল না। বরং ইচ্ছা ছিল কম্পিউটার গেম বানাবেন।

আর তখন থেকেই বন্ধুরা মিলে এনিমেশন শিখতেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে। ত্রিমাত্রিকের জন্মও সে সময়ই। সেসময়ই তারা একটি কঙ্কাল নিয়ে মজাদার একটি এনিমেশন তৈরী করে– যা ১৯৯৯ সালে ঈদ-পরবর্তী ইত্যাদিতে সেটি ইংরেজী ছবির বাংলা সংলাপ অংশের পরিবর্তে প্রচারিত হয়। আর সেসময়ই তারা এনিমেশন হাউজ তৈরীর বিষয়টিও চূড়ান্ত করে। আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এই প্রচেষ্টায় যোগ দেয় বন্ধু মোঃ আলম। সাথে যোগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু আশিক মোহাম্মদ জলি, বজলুর রহমান বিপ্লব, মহসিনুজ্জামান খান রুবেল, জহুরুল ইসলাম বনি এবং মোহাম্মদ ফয়সাল।

এরপর কাজের পালা। সাতজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তারা একে একে তৈরী করে সাহারা সিটি, মিক্সিস, ইউরোকোলা, রহমান প্রোডাক্টসসহ অনেকগুলো এনিমেটেড বিজ্ঞাপন। মাত্র ২২ দিনের এক ঝটিকা প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র কম্পিউটার এনিমেশনের মাধ্যমে তৈরী করা হয় ইউরোকোলার মনকাড়া বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন ছাড়াও তাদের কাজের তালিকায় রয়েছে তালপাতা, সারগাম, দরজার ওপাশে, সুতরাং, তোমাকে ভুলি নাই, তরঙ্গিনী, গানের মেলা এবং রান্না, সুরের মেলাসহ অনেকগুলো টাইটেল এনিমেশন। একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলের জন্যও টাইটেল এনিমেশন তৈরী করছে ত্রিমাত্রিক। এছাড়া ক্রোমাটে কনিকের মাধ্যমে সোলস, পঞ্চম, আলম আরা মিনু, এক্সিয়াম ও ফিডব্যাকের মিউজিক ভিডিও করেছে এই ত্রিমাত্রিক। শুধু তাই নয়, গত ২ বছর ধরেই তাদের টিম কাজ করে যাচ্ছে একটি এনিমেটেড সিরিয়াল তৈরীর পেছনে। 'বিবর্তন নামে সিরিয়ালটির প্রথম পর্বের কাজ অনেকখানি হলেও শেষ পর্যায়ে এর নাম পাল্টে রাখা হয়েছে 'ত্রিমাত্রিক'। মজাদার কাহিনী ও প্রচুর একশন দৃশ্য সম্বলিত এই কার্টুন সিরিয়ালটি হয়ত অচিরেই দেখা যাবে ntv-তে। তবে বিদেশী কোম্পানীর মত বড় টিম নেই বলে এধরনের কাজে অনেক বেশী সময় লাগে তাদের।

নতুন কিছু করার এবং উপহার দেবার প্রচেষ্টা এই তরুণদের প্রথম থেকেই। আর সে লক্ষ্যেই তারা গত ২ বছর ধরে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে যে সিনেমায় এনিমেশনের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে– সেই সিনেমায় চলছে কাটপিসের রাজত্ব। তারপরও আমাদের তরুণরা থেমে নেই। হয়ত এই তরুণদের হাত ধরেই আমরা যেতে পারব বিশ্বের বাজারে। কেননা, আমাদের দেশের এনিমেটেড বিজ্ঞাপন আর কার্টুন একদিন বাইরে রপ্তানি হবে–এমন স্বপ্নই আমাদের দেখায় ত্রিমাত্রিক।

❑ মারুফ হোসেন

বিনা পয়সাতেই
মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন

ভেন্ডর সার্টিফিকেশনের স্বীকৃতি সার্বজনীন। ভেন্ডর সার্টিফিকেশনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ভেন্ডর হলো মাইক্রোসফট কর্পোরেশন। সারা বিশ্বেই মাইক্রোসফট প্রডাক্ট বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি কিছু সময়ের জন্য মাইক্রোসফট কর্পোরেশন বাংলাদেশে ফ্রি দু'টি পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছে। এই দু'টি পরীক্ষার ফী যেখানে কমপক্ষে ৭ হাজার টাকা, কয়েকদিনের জন্য তা ফ্রি রেখেছে মাইক্রোসফট। পরীক্ষা দু'টি হলোঃ গত ২ মে, ২০০৩ ভিইউই প্রেরিত ই-মেইল বার্তায় বলা হয়, ৭০-২১০ (ইন্সটলিং, কনফিগারিং এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেটিং মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ২০০০ প্রফেশনালস) এবং ৭০-২১৫ (ইন্সটলিং, কনফিগারিং এন্ড এ্যামিনিস্ট্রেটিং মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভার) এই দু'টি পরীক্ষা ফ্রি দেয়া যাবে। ই-মেইল বার্তায় বলা হয়, এই দু'টি পরীক্ষা ছাড়া বর্তমানের ৭৬-২১৫ এবং ৭৬-২১০ ভার্সন পরীক্ষাও যে কেউ দিতে পারবে। পরীক্ষার সময় ৪ ঘন্টা করে এবং একবারই এই পরীক্ষা দেয়া যাবে। ই-মেইল বার্তায় বলা হয়, এই পরীক্ষা মূল্যায়ন করে যারা কৃতকার্য হবে তারা যথারীতি মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন-এর যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। ৭০-২১০ পরীক্ষাটি ১২ মে থেকে ২৮ মে পর্যন্ত আর ৭০-২১৫ পরীক্ষাটি ১২ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত দেয়া যাবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের পর ফ্রি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকবে না।

ভিইউই-র প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে এর ১৩টি টেস্টিং রয়েছে এবং মাইক্রোসফটের সরাসরি ৩টি অথোরাইজড এডুকেশন সেন্টার রয়েছে যার সবগুলো থেকেই পরীক্ষা দেয়া যাবে।

ভিইউই-র টেস্টিং সেন্টার-এর পরিচালক একরামুল হক জানান, বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের জন্য মাইক্রোসফট একটি বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ এই পরীক্ষাগুলোর ফি অনেক বেশী হওয়াতে অনেকে দেয়ার সুযোগ পায় না।

যেসব কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেয়া যাবে

❖ এলিস কানেক্ট্রিয়ান প্রাঃ লিঃ, বাড়ী-৫১৯, রাস্তা-১, ধানমন্ডি, ঢাকা।
❖ কম্পিউটার এন ইঞ্জিনিয়ারস আর্কাইভ, ১৫, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
❖ ক্রিয়েটিভ ভিশনস, ১৩৬, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
❖ ডটকম সিস্টেমস, বাড়ী-৬৬৭/এ, রাস্তা-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা।
❖ ইন্টারগ্লোবাল বিজনেস সিস্টেমস লিঃ, চন্দ্রশীলা সুভাস্তু টাওয়ার (৭ম তলা), ৬৯/১, পান্থপথ, ঢাকা।
❖ আইটিএস বাংলাদেশ লিঃ, ৭৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ৪র্থ তলা, ঢাকা।
❖ নেটওয়ার্ক কম্পিউটিং লাইন লিঃ, ৭৬/এ, সেগুনবাগিচা, ২৩ তলা, ঢাকা।
❖ নিউহরাইজন সিএলসি ঢাকা, মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা), বাড়ী-৭, রাস্তা-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা।
❖ সাউথটেক লিঃ, প্লট-১৩, রাস্তা-১৪/এ, সেক্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
❖ এক্সিকিউট্রেইন অব বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম), বাড়ী-১০০, রাস্তা-৪, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
❖ গ্রামীণ স্টার এডুকেশন, মিরপুর সেন্টার, গ্রামীণ ব্যাংক ভবন, ১২তলা, গ্রামীণ আইটি পার্ক, মিরপুর-২, ঢাকা।

❑ মোজাহেদুল ইসলাম